বার্ষিকী
সাসপেন্স
রহস্য-রোমাঞ্চ সংকলন

বর্ষ ২ ● সংখ্যা ২ ● ২০২২

সম্পাদকের কথা

রহস্য কি কেবল লুকিয়ে থাকে গোয়েন্দার পকেটে? র.গা ছমছমে অভিজ্ঞতা কি লুকিয়ে থাকে কেবল ভূতের গল্পের পাতায়?

না, অন্য কোথাও নয়, এসবই তো থাকে আমাদের জীবনে। আমার, আপনার অথবা অন্য কোনও একজনের। আর সেইসব রহস্যের প্রতিই থাকে আমাদের দুর্মর আকর্ষণ। আর সেই আকর্ষণ থেকেই জন্ম নেয় আড়িপাতা, কানপাতা, পরচর্চার মত নিন্দনীয় বিষয়গুলি। কিন্তু নিন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও এইসব স্বভাব থেকে কেন বিরত হতে পারে না মানুষ? আসলে এই না পারার মধ্যেই বোধহয় লুকিয়ে থাকে জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি। যদি হঠাৎ করে কোনও একদিন জীবনের যাবতীয় রহস্য উধাও হয়ে যায়, কী হয় তখন? তখন সামনে পড়ে থাকে এক আলু-ভাতে মার্কা জীবন, পড়ে থাকে কেবল প্রাত্যহিক দিনযাপনের গ্লানি, পড়ে থাকে একটু একটু করে শেষের সেদিনটির দিকে এগিয়ে যাওয়া।

রহস্যের প্রতি আকর্ষণই তাই জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি। যা জানি না, যা চিনি না, তা নিয়ে প্রতিটি মানুষই এক কল্পনার ফানুস ফুলিয়ে যায় প্রতিনিয়ত। কিন্তু কল্পনার ফানুস ফোলাতে কল্পনাশক্তির দম লাগে। সেই দম তো সবার মধ্যে সমানভাবে থাকে না। তাই সেই দমের যোগান দিতে সাসপেন্স বার্ষিকীর বাৎসরিক আয়োজনের এটি দ্বিতীয় বর্ষ। আমাদের সৌভাগ্য প্রথম বছর থেকেই সাসপেন্স বার্ষিকীকে পাঠক আপন করে নিয়েছেন, ভালোবেসে ফেলেছেন। আর যাকে ভালবাসা যায় তারই ভুলত্রুটি চোখে পড়ে সবচেয়ে বেশি। তাই আমাদের প্রথম বছরের সেই সব ভুল ত্রুটিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন পাঠক-পাঠিকারাই। সেইসব ভুল ত্রুটি যথাসাধ্য সংশোধন করে আমাদের এই দ্বিতীয় বার্ষিকীর আয়োজন। আগামী দিনেও এইভাবেই নিজেদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে পাঠকদের চাহিদা মতো নিজেদের পালটে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারব এই আশা যেমন আমরা রাখি, আপনারাও রাখবেন প্রত্যাশা করি।

আরামবাগ, ২৭ অগস্ট ২০২২

অনিন্দ্য ভুক্ত

সম্পাদক
অনিন্দ্য ভুক্ত

সহ সম্পাদক
অংশুলা দাশগুপ্ত, অভিষ্যন্দা লাহিড়ী দেব

প্রচ্ছদ
আরণ্যক মজুমদার

বিন্যাস
অরূপ ঘটক

আর্টিস্ট
চিরঞ্জিৎ সামন্ত, প্রবীর আচার্য্য, দেবাশিস সাহা, মৃণাল শীল, প্রণব হাজরা, ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য, শুভম খাঁ, সুদীপ্ত মণ্ডল, আশিস ভট্টাচার্য, হর্ষমোহন চট্টরাজ, ডোনা ঘোষ

প্রচার-জনসংযোগ-বিপণন
মৌমিতা মাইতি

সার্কুলেশন
অলোক ব্যানার্জি

টিম এল.এফ.বুকস
অনিন্দ্যসুন্দর বসু (আসানসোল), অরিত্রজয় দাস (হাওড়া), অর্ণব শেঠ (খানাকুল), সৌরভ পাল (বাঁকুড়া), কোয়েনা দাশগুপ্ত (খড়দা), অঙ্কিতা ব্যানার্জি (মুর্শিদাবাদ), ঋতি মোহান্ত (কৃষ্ণনগর), অপূর্ব পাল (দেগঙ্গা), সমন্বিতা ঘোষ (জলপাইগুড়ি), মল্লিকা বেরা (হাওড়া), বিদ্যুৎ ঘোষ (বাঁকুড়া), সৌমি গুপ্ত (কলকাতা), তীর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফুলবাগান), অর্ঘ্যতপা নাগ (কলকাতা), অনন্যা দে (খানাকুল), জয় চট্টোপাধ্যায় (পুরুলিয়া), সুব্রত সিংহ (শিলিগুড়ি), সুজন দত্ত (রামপুরহাট), শুভাশিস দত্ত (চুঁচুড়া), শিমন রায় (কোন্নগর), গোপালচন্দ্র মণ্ডল (সাঁইথিয়া), অয়ন হালদার (কল্যাণী), অরিত্রা সিনহা (মুম্বই), প্রদ্যুৎ রায় (কোচবিহার), আব্দুল রাশিদ (পশ্চিম মেদিনীপুর), মৌমি ঘোষ (দেগঙ্গা), নীলাদ্রিশেখর মুখোপাধ্যায় (বালুরঘাট), ঋত্বিক পাল (বনগাঁ), অভিষেক ব্যানার্জি (যাদবপুর), জয়ন্ত সাহা (কলেজস্ট্রিট)

মুদ্রক
প্রিন্ট-ও-প্রসেস
১৫/৫, কে.বি.সরণী, মল রোড, দমদম, কলকাতা-৮০

দাম ৪৯৯ টাকা

প্রকাশক
লিইবার ফিয়েরা
দেবনাথ হাউস, কবি সুকান্ত রোড, নবপল্লী, বারাসত, কলকাতা-৭০০১২৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

https://lfbooksindia.com
Customer support: cslfbooks@gmail.com

সূচিপত্র

সাসপেন্স বার্ষিকী ● বর্ষ ২ ● ২০২২

ক্রোড়পত্র ■ কল্পবিজ্ঞানের তিন যুগ: প্রেমেন্দ্র–অদ্রীশ–অনীশ

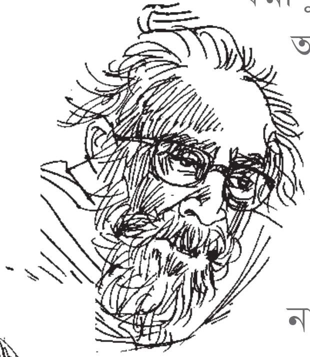

কল্পবিজ্ঞানের জগত এক আশ্চর্য জগৎ, যে জগৎ অনেকসময়ই তার স্বপ্নালু চোখ দিয়ে বিজ্ঞানীকূলকেও স্বপ্ন দেখতে শেখায় আর সেই স্বপ্নই একদিন পালটে দেয় পৃথিবীর রঙ। এই জগতে বাঙালি পাঠকের প্রথম পদার্পন কার্যত প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাত ধরে। কিন্তু ইংরেজি সায়েন্স ফিকশন শব্দটির যে এমন একটি আশ্চর্য সুন্দর আটপৌরে বাঙালি নাম হতে পারে তা জানা যেত না সেই মানুষটি না থাকলে, যিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কোল থেকে সযত্নে শিশুটিকে তুলে নিয়ে তাকে পৌঁছে দিয়েছেন সাবালকত্বের চৌকাঠে। মানুষটি অদ্রীশ বর্ধন। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ব্যাটনটি তারপর যারা ধরে নিয়েছিলেন, তাদের অন্যতম আরেক মহারথী অনীশ দেব। এই ক্রোড়পত্রে ধরা রইল সেই আশ্চর্য পরিক্রমার কিছু উজ্জ্বল প্রসঙ্গ।

সপ্তর্ষি চক্রবর্তী
নহি যন্ত্র... ৯

শ্যামল চক্রবর্তী
ছদ্মবিজ্ঞানের দুই উপাখ্যান ১৬

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্রের আলোকিত আধুনিক রূপকথা ১৯

বিশ্বদীপ দে
বাংলা কল্পবিজ্ঞান ও অদ্রীশ বর্ধনের 'ম্যাডনেস' ২৪

অর্ণব শেঠ
কল্পবিজ্ঞানের সুপারম্যান ২৭

পার্থ দে
অনীশ দেব: স্মরণে ও মননে ৩১

সন্তু বাগ
বাংলা কল্পবিজ্ঞানে অনীশ দেব ৩৪

উপন্যাস-নভেলা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যরাতের ভূতুড়ে বার্তা ৩৮

মাঝেমাঝেই আসে ভূতুড়ে ফোন। সাবধান করে দেয় লাবণ্যকে। কে সে? আদৌ কোনও শুভানুধ্যায়ী? এত বছরের একসাথে থাকা, এত বছরের ভরসা, নিজের হাতে গড়া সংসার তবে কি এবার ভেঙে যেতে চলল?

সুজন দাশগুপ্ত

ডায়মন্ড ইজ ফরেভার ৭০

বন্ধ রিপেয়ার শপের ভল্ট থেকে কোটি টাকার হিরে গায়েব! হিরে নিয়ে কেউ বাইরে যায়নি নিশ্চিত, অথচ ভিতরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এমন কোনও কারচুপি পাওয়া গেল না যাতে হিরে লোকানো থাকতে পারে অথবা গুপ্ত পথে বাইরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। একেনবাবু কি আদৌ পারবেন রহস্যের কিনারা করতে? প্রমথর তথ্য কী এমন ক্লু দিল একেনবাবুকে? চোখ রাখুন সুজন দাশগুপ্তর 'ডায়মন্ড ইজ ফর এভার'-এ।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

অচেনা মুখ ৮৬

রাহুল আর শরণ্যার ছাড়াছাড়িটা মধ্যে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না তাদের বন্ধু ইন্দ্রনীল। এর মধ্যে এক রাত্রে রাহুলের বাড়িতে থাকতে গিয়ে খোঁজ পেল একটি রহস্যজনক ছবির অ্যালবামের। অতীতের কিছু রহস্যজনক মৃত্যুর সাথে এতদিনের বন্ধু রাহুল কীভাবে জড়িত?

জয়দীপ চক্রবর্তী

কানু তান্ত্রিকের জঙ্গলে ১২২

বন্দিপুর, আশ্চর্য একটা গ্রাম, যেখানে হঠাৎ ঘটতে শুরু করল অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা। টিন্টু, পপিন, ছোটন, ভুচান, দিগু-র সঙ্গে দেখা হয় 'গোলমেলে লোক' অলীকের। বন্দিপুরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে উঠে পড়ে লেগেছে কে বা কারা? পার্টির নেতা বদন সামন্ত আর কালু ডাক্তারের সঙ্গে কী কথা হয় অলীকের? কানু তান্ত্রিকের জঙ্গলে লুকিয়ে আছে কোন রহস্য?

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

মাছি ১৬০

তুহিনের হাতটা সে চেপে ধরল। তারপর তাকে নিয়ে সামনে এগোতে লাগল। তুহিনের পায়ের নীচ থেকে সর সর করে বালি সরে যাচ্ছে। জল উঠে এসেছে নাক পর্যন্ত। ঢেউ এলে তার শরীরটা হারিয়ে যাচ্ছে জলের তলাতে। তুহিনের এবার যেন দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ফিরতে কি পারল তুহিন?

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

টেকুমেশ ১৮৮

ফিজিক্সের নামকরা ছাত্র জ্যাকব আবিষ্কার করে এক টাইম মেশিন—তিনতাস। তার নেশা সময়যাত্রার মাধ্যমে ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে উদঘাটন করা। কিন্তু তার সময়যাত্রা কতটা প্রভাব ফেলে মাল্টিভার্সের টাইমলাইনে? ইতিহাস কি পালটাতে পারবে জ্যাকব! কী ঘটেছিল ১৮১১ সালের ৭ই নভেম্বর?

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত

একটি খুনের বারোমাস্যা ২১৮

ছেলে সেনায় যোগ দেওয়ায় আমেরিকায় গীতি প্রায় একা। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে সুখ-দুঃখের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় রসায়নের অধ্যাপক সুরঞ্জনকে। এরপর হঠাৎ একটা খুন, যা গীতিকে দাঁড় করিয়ে দেয় কঠিন সত্যের মুখোমুখি। অচেনা নম্বর থেকে কে টেক্সট করে গীতিকে? কী হবে গীতির পরিণতি?

নজরুল ইসলাম

ডবল মণি ২৫৪

রহস্য সামাধানের ক্ষেত্রে মণি মণ্ডলের সাফল্যের কথা কে না জানে। সাকরেদ ননী মণ্ডলকে সঙ্গে করে এবার সেই মণি মণ্ডলের দু'টি অন্যরকম রহস্য সামাধানের গল্প সাসপেন্স বার্ষিকীর পাতায়।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

নক্ষত্রযুদ্ধের সৈনিক ২৭৪

পৃথিবীর অনেক শব্দই প্লেডিয়ানরা জানে না যেমন- জুয়া, ঘুষ কারণ ওদের ওখানে খারাপ বলে কিছু নেই। প্লেডিয়ানরা কি সত্যিই খুব ভাল? নাকি পুরোটাই ধোঁকা?

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

রজনী নিদ্রাহীন ৩১৪

টাইট ফিউচারিস্টিক সিকিউরিটিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দুঃসাহসী ব্যাংক ডাকাতি। পরে একই কায়দায় ডাকাতি একটি জুয়েলারি স্টোরে। পুলিশ ধন্দে। বীরেন্দ্রবাবুর প্রতিবেশীর অদ্ভুত আচরণের কারণ কী? সুধাকর আঢ্যকে হসপিটালে মারতে চেষ্টা করে কে বা কারা?

আবীর গুপ্ত

এই মুখ মুখোশ ৩৪৪

রঞ্জনবাবুর ফোন বেজে উঠল। দিল্লি থেকে সিবিআই-এর চিফ মিস্টার ঠাকুর ফোন করেছেন। আসলে হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেনে মৃত গোয়েন্দাদের দেখে রঞ্জনবাবু সঙ্গে সঙ্গে সিবিআই-এর দপ্তরে ফোন করে তা জানিয়েছিলেন। তাতেই নতুন কোন বিপদের আশংকা করছেন চিফ? রহস্য সমাধান করতে গেলে বেঁচে ফেরা যাবে তো?

মৌলি কুণ্ডু

ঈশ্বর সৃষ্টির প্রাক্কালে ৩৬০

সে উন্মাদের মতো হা হা করে অট্টহাসি হেসে ঘরের একটা কোণে সেরিব্রেটরের একটা ড্যাশবোর্ডে কিছু সুইচ টিপে দিল। আর সঙ্গে তীব্র সাইরেনের শব্দ আর এক ঘণ্টা সময়ের কাউন্টডাউন শুরু হল। লিলিয়ান চেয়ারের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা। নুহা সম্ভবত জ্ঞান হারিয়েছে। কী হবে এবার লিলিয়ানের?

মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ

ছক্কু নিরুদ্দেশ ৩৯০

মা চায়, আমার ছেলে মানুষ হোক; বাবাও তাই। অনেক কিছু ইচ্ছের যখন অনেকাংশ পূরণ হয় না, তখন তৈরি হয় মনের মাঝে এক অপার শূন্যতা। এই শূন্যতা পূরণের খোঁজে ছক্কু বেরিয়ে পড়ে কলকাতা নামের এক বিশাল সমুদ্রের দিকে। তারপর? সেই শূন্যতা কী আদৌ পূরণ হল তার মনের?

বিশ্বজিৎ সরকার

অন্তর্জালের মায়াজাল ৪০৮

প্রথমে সহজ মেল, হুলিয়ানদের জগতে আমন্ত্রণ। এরপরে কেউ মানতে না চাইলে আসে থ্রেট। ওদের আসল অভিসন্ধি কী? হারুদাও কেমন যেন পালটে গেলেন। নিজের ডায়েরি নিজে চিনতেই পারলেন না। বিমল কীভাবে পাবে হুলিয়ানদের সন্ধান?

অনিন্দ্য ভুক্ত

বিদ্যাস্থানে ভয় ৪২৮

হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন ছোটকার এক বন্ধু অধ্যাপক আর প্রায় একই সঙ্গে সেই কলেজে জীববিদ্যার ল্যাবরেটরিতে বিনা নোটিশে এসেছে একটি কঙ্কাল। এই দুই ঘটনা কি কেবল এক আশ্চর্য সমাপতন মাত্র নাকি দুয়ের মধ্যে আছে কোনও যোগসূত্র?

পূরবী গুড়িয়া

ব্রহ্মার চোখ ৪৬০

পাথরটা কী যেন বলতে চাইছে তাকে। থমাসের চোখগুলো আরও বিস্ফারিত হয়ে আসে যেন। অসম্ভব ভাবে মরে যেতে ইচ্ছে করছে থমাসের। হিরেটা ছোঁয়া মাত্রই তার এই ইচ্ছেটা যেন চেপে বসেছে মাথায়। সে হিরেটাকে রেখে এক দৌড়ে ছাদের কার্নিশে গিয়ে দাঁড়ায়।... কী হল থমাসের পরিণতি?

রহস্য শ্রুতিনাটক

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃতা মৃত্যু রহস্য ৫৪

প্রত্যুষের সামনেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেলেন অমৃতা। চোখের সামনে দেখা ঘটনা কি মিথ্যা হতে পারে? কীভাবে তাহলে অমৃতাকে ফের দেখতে পেল প্রত্যুষ? গোয়েন্দা মেঘনাদ কি পারবেন এই ধাঁধাঁর সমাধান করতে?

বড়গল্প

শেখর বসু

নিখোঁজ মানুষের বৃত্তান্ত ৬০

প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্রর অফিসে পেশাদারি সাহায্য নিতে আসেন মিসেস রিনি সেনগুপ্ত। তাঁর স্বামী দু'মাস ধরে মিসিং। তিনি কি বেঁচে নেই নাকি কিডন্যাপড্?

বিপুল দাস

অস্ত্র কোথায় ১৭৭

দরজার পাল্লা খুলে যেতেই একরাশ আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল অর্জুনের চোখে। জলপাই রঙের পোশাক, মাথায় টুপি – দু'জন লোক। যে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা বন্দুকজাতীয় অস্ত্র রয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে একটা হিম নিষ্ঠুরতা রয়েছে। কী হল এর পর অর্জুনের?

বরুণ চন্দ

ফেসবুক ফ্রেন্ড ৩৩১

সম্ভবত বোরডম কাটানোর জন্যই মলয় ল্যাপটপটা গিফট করেছিল রাধাকে। রাধা খুন হওয়ার পরে সেই ল্যাপটপই কি সাহায্য করবে খুনিকে ধরতে?

মনজিৎ গাইন

পাচার রহস্য ১৪৮

দিল্লির আইবি ডিপার্টমেন্ট থেকে মেলটা এসেছে একটা আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের ব্যাপারে। তারা বাংলাদেশ থেকে কী মূল্যবান বেশ সামগ্রী ভারতের বর্ডার দিয়ে প্রবেশ করাতে চায়? জিনিসটা সম্বন্ধে যখন ধারণাই নেই তখন এত আমদানি রফতানির মধ্যে সেই জিনিস পাচার করা কীভাবে আটকাবে গোয়েন্দা সতুকা?

গল্প

রাজেশ বসু

চিনে ড্রাগন ৮২

...পরদিন রাতেই ফের অঘটন। আলো জ্বালিয়ে দেখা গেল ড্রাগনটা কীভাবে আলমারি থেকে বেরিয়ে এসে শ্বেতপাথরের মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড! প্রায় মিনিটখানেক পর আলমারির কোণে ধাক্কা খেয়ে থামল সেটা। সে রাতে আর ঘুম হয়নি...

সুপ্রিয় চৌধুরী

অলীক সন্ধান ১১৬

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মুখ বাড়াল দীপ্তেন্দু। তীব্র একটা ত্রাস লেগে রয়েছে লাশটার চোখেমুখে। পরপর কয়েকটা ছবি তুলল স্মার্টফোনে। সাতদিনের মধ্যে চারটে খুন, তারমধ্যে তিনটে একই কায়দায়। অথচ আর কোথাও কোনোরকম আঘাতের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। কী করল এরপর দীপ্তেন্দু?

বিনোদ ঘোষাল

আমি ও আমার মা ২৪৮

ঋতুর চোখদুটো ভয়ে বিস্ফারিত। ও হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে নীচে নামতে থাকল। আমি, "ঋতু, ঋতু যেও না প্লিজ, মাকে তোমার খুব দরকার..." বলতে বলতে খুব ধীরে সুস্থে নীচে নামতে থাকলাম। দরজার চাবি আমার কাছে।... কী হল এরপর ঋতুর?

সুস্মিতা নাথ

উনিশটি খুন এবং... ২৪১

এখনও পর্যন্ত উনিশটি খুন হয়েছে। এবং প্রতিবারই মৃতদেহগুলির মুণ্ডুটি বাদে বাকি সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিল্লি নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে। খুনি এতই বিচক্ষণ যে তার সামান্য টিকির সন্ধান পর্যন্তও করতে পারেনি পুলিশ। এখন উপায়?

অনন্যা দাশ

দুঃস্বপ্নের নেপথ্যে ২৩৪

ভয় জিনিসটা কী সাংঘাতিক— কখন কীসে, কোথায়, কার থেকে এ জিনিস উৎপাদন হবে, বলা বেশ মুশকিল। কিন্তু তাই বলে স্বপ্ন? স্বপ্ন দেখতেও যে কেউ ভয় পেতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করা ভয়ঙ্কর রকমের কঠিন! কিন্তু মানুষ পায় এবং আমাদের রজতও পেয়েছিল। কিন্তু কেন? কী আছে এর নেপথ্যে?

হিমি মিত্র রায়

দেওয়ালের ওপারে ২৬৯

একের পর এক অপমানজনক প্রশ্ন আসছে প্রবীরবাবুর উদ্দেশে, কিন্তু তিনি উত্তর না দিয়ে চুপ কেন? সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বলে যাঁকে মনে করেন, তিনিই প্রবীরবাবুকে এইভাবে বিট্রে করলেন! নাকি আসলে অভিশাপ? কেন সব পেয়েও শান্তি নেই প্রবীরবাবুর?

সুমন সেন

দুশমন ১৪১

বটুকবাবুর বন্ধু, ত্রিদিবেন্দ্র রায় চক্রবর্তীর মিউজিয়ামে সবচেয়ে দৃষ্টি-আকর্ষণীয় বস্তুটি ছিল একটি পশুর মূর্তি, যাকে এককথায় বীভৎস-হাইব্রিড জন্তু বলা যায়। সেই মূর্তিই ভয়ঙ্কর বিভীষিকায় পরিণত হল? আর কেনই-বা ত্রিদিবেন্দ্রকে তাঁর পুরোনো বন্ধুর সাহায্য নিতে হল?

অরুণাভ বিশ্বাস

অনিমার সেই রাত ৪৭৫

রাস্তায় সবসময় মুখ ঢেকে হাঁটে অনিমা। পাড়ার অনেকেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের অনিমার উদাহরণ দেন। এমন মেয়ে আর দুটো হয় না। পাড়ায় তৈরি হওয়া এই চোরা জনপ্রিয়তাই কি শেষ অবধি কাল হল অনিমার?

অনুবাদ

এমআর জেমস

অভিশাপ ২১০

অনুবাদক: রাজর্ষি গুপ্ত

পালঙ্কের চারপাশ ঘিরে খুব মৃদু আলো। সেই আবছা আলোতেই পালঙ্কের উপর একটা অত্যন্ত অদ্ভুত নড়াচড়া চোখে পড়ছে। মনে হচ্ছে স্যর রিচার্ডের মাথাটা যেন বিদ্যুৎবেগে নড়ছে সামনে-পিছনে, আর সেটা নড়ছে যথাসম্ভব কম আওয়াজে। অ্যাশ গাছের কাছাকাছি শুলে নাকি অমঙ্গল হয়?

আর্থার কোনান ডয়েল

আঁধার দুর্গে ব্রিগেডিয়ার ৩০৬

অনুবাদ: পারমিতা মুখোপাধ্যায়

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই পিছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ওপারে তালার চাবি পড়ে যাওয়ারও স্পষ্ট শব্দ পাওয়া গেল। ব্যারনের সহজ পাতা ফাঁদে পা দিলেন ইটিন জেরার্ড। গ্র্যান্ড আর্মির অন্যতম সেরা যোদ্ধা এবার কী করে বেরোবেন সেই ফাঁদ থেকে?

মারগারি আলিঙ্ঘাম

একটি খুনের ষড়যন্ত্র ৩৪০

অনুবাদ: সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন নাম নিয়ে, নতুন পরিচয় বানিয়ে এক নতুন জায়গায় এসে রোনাল্ড তার তিন নম্বর খুনের পরিকল্পনায় ব্যস্ত। এখানে এসে বেশ কয়েকদিন পরে সে এডিথের দেখা পায়। দেখামাত্রই রোনাল্ড বুঝে ফেলে যে, এই হল তার পরবর্তী শিকার। কী হল তারপর?

জ্যাক লন্ডন

নেকড়েবাঘের ছেলে ৪৪৯

অনুবাদ: অভিষ্যন্দা লাহিড়ী দেব

আগুন ঘিরে ছেলেরা সব বসেছে, আবার শুরু হয়েছে সেই আদিম মন্ত্রপাঠ। সেই মন্ত্রের শব্দ ভাল লাগে না। ভয় করে ওই একঘেয়ে আওয়াজটাকে। শামানকে ঘিরে তখন বেশ কিছু মেয়ে সেই মন্ত্রের তালে তালে নাচতে শুরু করেছে। সেই নাচ আদিম প্রকৃতির আশ্চর্য কাহিনির মতো।

ফিচার

সাসপেন্স কি শুধু গল্পে থাকে? থোড়বড়িখাড়ার সাধারণ জীবনে কি এক চুল রোমাঞ্চও জড়িয়ে থাকে না? রোজকার জীবনের বিভিন্ন দিকে মিশে থাকা সত্যিকারের রোমাঞ্চকর বিষয়ের উপরে লেখা এবারের ফিচারগুলি জবাব দেবে সেই প্রশ্নেরই।

অপূর্ব মণ্ডল

আইন-আদালত ৫২

গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ১৫৬

দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য

বন্ধ ঘরের রহস্য ৩৮৭

অংশুলা দাশগুপ্ত

ট্রু ক্রাইম স্টোরিজ ও আমরা ৪৫৭